E-CONTENT PREPARED BY

Smt. SUMANA CHANDA

Assistant Professor

Department of Philosophy

Durgapur Government College, Durgapur, West Bengal

(*Affiliated to Kazi Nazrul University, Asansol, West Bengal*)

NAAC Accredited "A" Grade College

(Recognized under Section 2(f) and 12(B) of UGC Act 1956)

E-Content prepared for students of

B.A. Honours

(Semester - I) in Philosophy

Name of Course: Outlines of Indian Philosophy - I

Topic of the E-Content

The Buddhist Doctrine of Momentariness

E-Content –

Quadrant 1: Text

Miss. Sumana Chanda

Assistant Professor, Department of Philosophy, Durgapur Government College

Semester - I

BAHPHIC101 - Outlines of Indian Philosophy – I (Buddhist Philosophy)

বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদ

(The Buddhist doctrine of Momentariness)

গৌতম বুদ্ধ তত্ত্বালোচনাকে যথাসম্ভব পরিহার করে নীতিশাস্ত্রকে গুরুত্ব দিলেও তাঁর নৈতিক উপদেশ সমূহের মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নৈতিক শিক্ষা মূলত চারটি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল, যথা - প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব, কর্মবাদ, অনিত্যবাদ, নৈরাত্ম্যবাদ।

অনিত্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব থেকে নিঃসৃত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মতে, সর্বম্ অনিত্যম্, অর্থাৎ সব কিছুই অনিত্য ও ধ্বংসশীল। যার উৎপত্তি আছে তারই নিরোধ আছে। যা চিরস্থায়ী বলে মনে হয়, তাও ধ্বংস হবে। যেখানেই মিলন, সেখানেই বিচ্ছেদ। যেখানেই জন্ম সেখানেই মৃত্যু। এই অনিত্যবাদকে বোঝানোর জন্য দুটি উপমা ব্যবহার করা হয়- ক) নদীর জলধারা খ) অগ্নিশিখা। নদীর জলধারা যেমন প্রবহমান, অগ্নিশিখা যেমন নিয়ত চঞ্চল, তেমনি জগতের সব কিছুই অনিত্য ও অস্থায়ী। গৌতম বুদ্ধ সৎবাদ এবং অসৎবাদ সমন্বিত করে অনিত্যবাদ প্রচার করেছিলেন।

জীবন ও জগতের নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলেছেন- একই নদীতে আমরা দু'বার অবগাহন করতে পারি না। আবার আধুনিক ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর মতে, এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। তবে মনে রাখতে হবে, এই জাতীয় মতবাদের প্রথম প্রবক্তা হলেন গৌতম বুদ্ধ। পরবর্তীকালে বুদ্ধ অনুগামীরা এই অনিত্যবাদকেই ক্ষণভঙ্গবাদে পরিণত করেছেন। ক্ষণভঙ্গবাদ বা ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে সবকিছুই শর্তাধীন বা কারনাধীন বলে শুধু অনিত্যই নয়, আসলে কোনো কিছুই এক ক্ষণের বেশী স্থায়ী হয় না (সর্বং ক্ষণিকং সত্ত্বাৎ)। কোনো বস্তুই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। সৎ - এর লক্ষণে গৌতম বুদ্ধ বলেছেন- 'অর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণং সৎ' অর্থাৎ যে বস্তুর কার্য্য উৎপাদনের সামর্থ্য আছে তাই সৎ। যেমন - বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ। যে বস্তুর কার্য্য উৎপাদনের ক্ষমতা নেই তা অসৎ, যেমন - আকাশ কুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি, কারণ এগুলো কোনো ক্রিয়া উৎপন্ন করতে সমর্থ নয়।

ক্ষণিকত্ববাদ প্রমাণ

কোনো একটি বীজ যদি এক ক্ষণে স্থায়ী না হয়ে একাধিক ক্ষণে স্থায়ী হয় তবে বলতে হবে, সেই বীজ যতগুলি ক্ষণে স্থায়ী হবে ততগুলি কার্য্য উৎপন্ন করবে। কারণ কোনো ক্ষণে যদি বীজ কার্য্য উৎপন্ন না করে তাহলে তার সত্তা থাকবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সবগুলি ক্ষণেই কি বীজ একই কার্য্য উৎপন্ন করবে? যদি বলা হয় করবে না, তাহলে ক্ষণিকত্ববাদ প্রমাণিত হয়। কেননা এক ক্ষণে এক কার্য্য উৎপন্ন করায় বিভিন্ন ক্ষণে বীজের বিভিন্ন সত্ত্বা মানতে হবে। আর যদি বলা হয় বীজগুলি প্রতিক্ষণে একই কার্য্য

উৎপন্ন করে তাহলে তা প্রমাণ করা যায় না। একই বীজ ঘরে ও মাঠে একই রকম অঙ্কুর উৎপন্ন করে না। কেউ যদি বলে বীজের মধ্যে একই অঙ্কুর উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জল-আলো-বাতাস প্রভৃতি সহকারী কারণের অবস্থানের পার্থক্য অনুসারে বীজের ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে তার উত্তরে বলা যাবে যে, এখানেও ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকৃত হয়েছে। কারণ এখানে বিরুদ্ধবাদীরা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রথম ক্ষণের বীজ (জল-আলো-বাতাসের সমাবেশ) দ্বিতীয় ক্ষণের বীজের থেকে ভিন্ন। সুতরাং বীজের পরিবর্তন প্রমাণিত হল।

বৌদ্ধ দার্শনিক রত্নকীর্তি অন্বয় ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে ক্ষণিকত্ববাদ প্রমাণ করেছেন। অন্বয় ব্যাপ্তির সাহায্যে ক্ষণিকত্ববাদের প্রমাণ হল -

'যা কিছু অর্থক্রিয়াকারী, তাই সৎ; যা অর্থক্রিয়াকারী বা সৎ তাই ক্ষণিক, যেহেতু তার সত্তা আছে, যেমন ঘট'

ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে ক্ষণিকত্ববাদের প্রমাণ হল -

'যা ক্ষণিক নয় অর্থাৎ স্থায়ী বস্তু, তা অর্থক্রিয়াকারী বা সৎ নয়'

সুতরাং সব বস্তুই ক্ষণিক।

ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধবাদের আপত্তি এবং তার খন্ডন

নৈয়ায়িকগণ রত্নকীর্তির বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপন করেছেন -

ক) কোনো বস্তু কার্য উৎপন্ন না করা পর্য্যন্ত তার যে কার্য্যোৎপাদনের সামর্থ্য আছে তা জানা যায় না। কার্য্য উৎপাদনের ক্ষমতাই যদি সত্তার লক্ষণ হয়, তবে এই কার্য্যের সত্তা কার্য্য উৎপন্ন না করা পর্য্যন্ত জানা যাবে না। আবার এই সত্তার অস্তিত্বের জন্য আর একটি সত্তাকে স্বীকার করতে হবে। এইভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। সুতরাং কার্য্য উৎপাদনের ক্ষমতাই সত্তার লক্ষণ – একথা অপ্রমাণিত।

খ) যদি সব কিছুই ক্ষণিক হয় তবে ক্ষণিকত্ববাদকে প্রত্যক্ষ করবে কে? শুধু তাই নয়, স্থির কিছুকে স্বীকার না করলে ক্ষণিকত্ববাদকে অনুমানও করা যায় না।

এই দুটি আপত্তির উত্তরে রত্নকীর্তি বলেন, সামর্থ্যকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ অস্বীকৃতির মধ্যেও সামর্থ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। অন্বয় ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জানার জন্য পরিবর্তনহীন দ্রষ্টার দরকার নেই। কারণ কতগুলি বিশেষ অবস্থায় জানা যায় অন্বয় কে, আর কতগুলি বিশেষ অবস্থায় জানা যায় ব্যতিরেক কে।

গ) কারণ (বীজ) জল, আলো, বাতাসের সাহায্য ছাড়া কার্য্য (অঙ্কুর) উৎপন্ন করতে পারে না। তাহলে কার্য্য উৎপন্ন করতে গেলেও তা একক্ষনে হয় না। সুতরাং ক্ষণিকত্ববাদ প্রমাণিত হয় না।

রত্নকীর্তি এর উত্তরে বলেছেন, বীজ আগে থাকে, পরে তা অঙ্কুর উৎপন্ন করে – একথা ঠিক নয়। প্রতিক্ষণে বীজের পরিবর্তন হয় এবং তার কার্য্যেরও পরিবর্তন হয়।

ঘ) ক্ষণিকত্ববাদ কর্মবাদের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। সব যদি ক্ষণিক হয়, তাহলে যে কর্ম সম্পাদন করে সে ফল ভোগ করতে পারবে না। আবার যে কর্ম করেনি, সে ফল ভোগ করবে। নিত্য সত্তা বা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে কে কর্ম করবে এবং কে কর্মফল ভোগ করবে?

বৌদ্ধগণ এর উত্তরে বলেন, ক্ষণিকত্ববাদ থেকে নিঃসৃত হয় যে, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল প্রত্যয়গুলির যে ধারা বা প্রবাহের সৃষ্টি হয়, সেই প্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যয়গুলির মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। সেই প্রবাহের অন্তর্গত পূর্ববর্তী প্রত্যয়কে কর্মকর্তা এবং পরবর্তী প্রত্যয়কে ফলভোক্তা বলা যায়।

ঙ) ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এগুলি ব্যাখ্যা করতে হলে অভিন্ন সত্তা স্বীকার করা প্রয়োজন, অন্যথায় অনুভব হবে একজনের আর স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা হবে অন্যের।

বৌদ্ধরা অবশ্য বলেন, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা মেনে নিয়ে স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর অনুগামীরা কোনো কিছুকেই নিত্য বলে স্বীকার করেন না। যা এক মুহূর্তে সৃষ্টি হচ্ছে পরমুহূর্তে তা বিনষ্ট হচ্ছে। যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই ক্ষণিক, তা বাহ্যিক হোক বা মানসিক। সুতরাং আত্মা হলো কোনো এক মুহূর্তের অবিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহমাত্র।

References: (তথ্যসূত্র)

1. Sharma, Chandradhar; *A Critical Survey of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1960.
2. চক্রবর্তী, ড. নীরদবরণ; *ভারতীয় দর্শন*, দত্ত পাব্লিশার্স, কলকাতা, ২০০৭।
3. বাগচী, দীপক কুমার; *ভারতীয় দর্শন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্শ, কলকাতা, ২০২২।